প্রথম আলো
৪ জুন, ~~২০০৬~~ ২০০৭
পৃষ্ঠা - ১, ২৭
শ্রেণীসংখ্যা - ৩৭৮.৫৪৯২

প্রথম আলোর ১০ বছর
বদলে যাও বদলে দাও

নিজেকে বদলাতে হবে আগে

রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা গতকাল প্রথম আলোর 'বদলে যাও বদলে দাও' ব্যানারে শপথ লেখে ● ছবি : প্রথম আলো

মাদকাসক্তকে বিয়ে না করার শপথ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্র: আলো
৪.০৬.০৭

'একজন বিখ্যাত মানুষ দিয়ে কী হয়! কিন্তু ১০ জন খাঁটি বাঙালি দিয়ে দেশকে বদলানো যায়। হতে চাই ওই ১০ জনের একজন।' ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্রী তারিন এ শপথ করেছে। আরেক ছাত্রী সুদীপ্তা কবির লিখেছে, 'আমি আমার বাবা-মাকে কখনো বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাব না।' বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী ওমরের শপথ কখনো ঘুষ না নেওয়ার।

রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শপথ সংগ্রহ অভিযান চলছে। গতকাল বুধবার ১৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কয়েক হাজার শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারী শপথ লিখেছে।

পৃষ্ঠা ১, ২৭

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫

শপথ সংগ্রহ অভিযানের আরও খবর ও ছবি : পৃষ্ঠা-২২

East West University
LIBRARY
43, Mobakhali, C/A

মাদকাসক্তকে বিয়ে না করার শপথ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষকেরা শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তনে এবং শিক্ষার্থীদের উন্নতমানের শিক্ষা দেওয়ার শপথ করেন। অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় আরও মনোযোগী হওয়ার কথা লেখেন। মাদকাসক্ত কোনো ছেলেকে বিয়ে না করারও শপথ করেছে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা। *প্রথম আলোর* ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'বদলে যাও বদলে দাও' স্লোগান সামনে রেখে বন্ধুসভার উদ্যোগে দেশব্যাপী এ শপথ সংগ্রহ চলছে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) : বুয়েটের এক শিক্ষার্থী লিখেছেন, 'গরিবদের পাশে দাঁড়াব।' কেউবা লিখেছেন, 'সব সময় ন্যায় ও প্রগতির পক্ষে থাকব।'

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বুয়েটের শিক্ষার্থী-শিক্ষকেরা এমন সব শপথবাক্যে ভরে দিয়েছেন পাঁচটি সাদা ব্যানার। ক্যাফেটেরিয়ার সামনে শপথ গ্রহণ পর্বের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক এ এম এম সফিউল্লাহ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বুয়েটের যন্ত্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মাগলুব আল নূরসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা।

উপাচার্য বলেন, চাওয়ার ধরন একেকজনের একেক রকম। সেই চাওয়ার প্রতিফলন ঘটছে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। তিনি বলেন, 'আমাদের নিজেদের দৃষ্টি পরিষ্কার করতে হবে। নিজেকে শোধরাতে হবে আগে। এখানে করা শপথ কাউকে দেখানোর জন্য নয়, এটা আসলে নিজের কাছে নিজের শপথ।'

অনুষ্ঠানে *প্রথম আলোর* উপসম্পাদক আনিসুল হক উপস্থিত ছিলেন।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ : 'মাদক গ্রহণ করে এমন কোনো ছেলেকে বিয়ে করব না'—মাইকে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস এ শপথ নেয়। তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে মিলনায়তনে উপস্থিত সব ছাত্রী হাত উঁচু করে এ শপথটির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। এ সময় প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক সাইদুজ্জামান রওশন বলেন, তোমাদের এ শপথে অনেক তরুণ মাদক থেকে ফিরে আসবে। কলেজ মিলনায়তনে *প্রথম আলোর* শপথ সংগ্রহ অভিযান হয়। 'আমি আমার ছাত্রীদের ভালো মানুষ এবং ভালো ছাত্রী তৈরি করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব'—অধ্যক্ষ রোকেয়া আকতার বেগম এমন শপথ লিখে উদ্বোধন করেন এ কর্মসূচির। এরপর ছাত্রীদের শপথে সাদা ব্যানারগুলো ভরে যায় মুহূর্তের মধ্যেই।

চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত হয়ে বিনা খরচে গরিবদের সেবা করার শপথ নেয় আনিকা তাহসিন। শারমীন সুলতানার শপথে ছিল দেশ গড়ার প্রত্যয়। সে লিখেছে—'থেমে থাকব না, এগিয়ে নিয়ে যাব আমার স্বপ্নগুলোকে। শুধু নিজের জন্য নয়, দেশ ও দশের জন্য।' সানজিদা শপথ করেছে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার। শুচি মাদককে প্রশ্রয় না দেওয়ার শপথ নেয়। সুমাইয়া ইসলাম আলো হয়ে অন্ধকারকে দূরীভূত করার অঙ্গীকার করে।

প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ সহ সম্পাদক কবির বকুল এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি : সকাল নয়টা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত মহাখালীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে শপথ সংগ্রহ কার্যক্রম চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ব্যানারে বদলে যাওয়ার শপথ করেন। বিকেল পর্যন্ত পাঁচটি ব্যানারের সবটুকু জায়গাই শপথে ভরে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মাদক না নেওয়া, ঠিকমতো পড়াশোনা করা, বাবা-মাকে কষ্ট না দেওয়ার শপথ করেন। অন্যদিকে শিক্ষকেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গুণগত পরিবর্তন ও শিক্ষার্থীদের আরও ভালো করে গড়ে তোলার শপথ করেন।

দুটি ভবনের সামনে অবস্থান করে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বন্ধুসভার সদস্যরা শপথ সংগ্রহ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এশা লিখেছেন, রাগ ও জেদ কমাবেন। বাবা-মাকে কষ্ট না দেওয়ার অঙ্গীকার স্বর্ণার। সীমান্ত লিখেছেন, 'বলব কম, শুনব বেশি।'

দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ ব্যানারে শপথ লেখেন। তিনি শপথ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করব। শপথ সংগ্রহ অনুষ্ঠানের সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সদরুল হুদা।

পরে বন্ধুসভার সদস্য শাহ মো. ইমরান, ইরাম মাহফুজা, সামিউন মুহিত, মাহবুবুল ইসলাম, সুনেত্রা চক্রবর্তী, নিশাত সাইফ প্রমুখ শপথ লেখা ব্যানারগুলো *প্রথম আলোর* কাছে হস্তান্তর করেন।

বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী স্কুল : স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা গতকাল *প্রথম আলোর* শপথের ব্যানারে শপথ লেখে। পাশাপাশি অভিভাবকেরাও এ কার্যক্রমে অংশ নেন। বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা দেশের উন্নয়নে নিজেদের সম্পৃক্ত করার অঙ্গীকার করে। কয়েকজন প্রতিবন্ধী শিশু লেখে, 'আমরা ভালো থাকব। সবার কথা শুনব।'

শপথ অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক খাইরুল বাশার, সচিব মো. শহিদুল ইসলাম, *প্রথম আলোর* প্রধান প্রতিবেদক শাহেদ মুহাম্মদ আলী, ধানমন্ডি বন্ধুসভার আতিক, সামি, ফিরোজ, ইমরান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

লালমাটিয়া মহিলা কলেজ : নিজেকে বদলে দিয়ে দেশকে বদলে দেওয়ার শপথ করেন কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। দুপুরে কলেজের অধ্যক্ষ মাহবুবা সিদ্দিকী শপথ লেখেন। তিনি লেখেন, 'শিক্ষক হিসেবে সৎ থাকব এবং সর্বোচ্চ শ্রম দেব। অন্যায়ের কাছে মাথা নত করব না।' অনুষ্ঠানে উপাধ্যক্ষ মাকসুদা ইয়াছমিন, শিক্ষক শাছুমা ফেরদৌসী, সুরাইয়া খাতুন, আসাদুজ্জামান, মোবাশ্বেরা খাতুন, *প্রথম আলোর* উপফিচার সম্পাদক জাহীদ রেজা নূর ও ধানমন্ডি বন্ধুসভার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।